ইসলামের পরিচয়

মূল
সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ভাষান্তর
মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
মাদরাসাতুল মদীনা, ঢাকা

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ অনুগ্রহে সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিভিন্ন রচনা ও সঙ্কলন থেকে চয়নকৃত সঙ্কলন اسلام کا تعارف কিতাবখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

রাহনুমা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে, তারা আমাকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে জাঝায়ে খায়ের দান করুন।

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন তাঁর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দা'ঈ ও মুফাককিরে ইসলাম। দীন ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াতের জন্য তিনি আজীবন কাজ করেছেন। তালীম, তাসনীফ ও তাবলীগ– দীনী দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি শাখাতেই তিনি বিপুল খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি মাওলানার তাসনীফী দাওয়াতের উৎকৃষ্ট নমুনা। এ গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে দীন ইসলামের মৌলিক পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কিতাবখানি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুবাদকর্মের বিভিন্ন স্তরে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে সবসময় কোনো না কোনো মাকবুল দীনী দাওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখুন। আমীন ॥

বিনীত
হাবীবুর রহমান নদভী
জুমাদাল উলা, ১৪৩৫ হিঃ

পূর্বকথা

পাঠকের জন্য জরুরি কিছু কথা

ইসলামের পরিচয় উপস্থাপনে অনেক লেখক অনেক কিতাব লিখেছেন এবং দীন ইসলামকে তার প্রকৃত অবয়বে উপস্থাপনের সফল চেষ্টায় রত হয়েছেন। নিজ নিজ প্রচেষ্টা বিবেচনায় তারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচায়নের জন্য এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল যা একই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ হবে– যা থেকে ইসলামের সঠিক ধারণা এবং প্রকৃত অবয়ব পাঠকদের সামনে আসবে। কেননা স্বয়ং মুসলমানদের বড় একটা অংশ বিশেষভাবে ভারতবর্ষে বসবাসকারি অনেক মুসলমান অজ্ঞতা ও অবাস্তব ধারণা-বিশ্বাসের শিকার হয়ে পড়েছে এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা থেকে অপরিচিত হয়ে পড়েছে। এমনকি তাদের মাঝে এবং অমুসলিমদের মাঝে কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। এরই ফলশ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে যা দূর করে ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা প্রত্যেক দরদি মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যা প্রত্যেক স্থানে এবং প্রত্যেক যুগে কম-বেশি কোনো না কোনো অবয়বে চলমান আছে। আমাদের এই সঙ্কলনখানিও সেই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। আল্লাহ একে কবুল করুন এবং হেদায়েতের ওসিলা বানিয়ে দিন।

এই গ্রন্থের বিন্যাসে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে যে, যা কিছু গৃহীত হবে তা সবই বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এর রচনা ও সঙ্কলন থেকে চয়নকৃত হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে গ্রহণযোগ্যতা, পাঠকপ্রিয়তা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও ব্যাপ্তি, ভারসাম্যপ্রিয়তা এবং ব্যক্তিত্বের

পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন, তা সমকালীন অন্য কোনো ব্যক্তির মাঝে অনুপস্থিত। উপরন্তু বিভিন্ন শ্রেণিগোষ্ঠী, বরং বলা যায় পরস্পর বিরোধী বহু শ্রেণিগোষ্ঠী তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আস্থাশীল, যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইখলাস, সহমর্মিতা, উন্নত মানবিকতা ও কল্যাণকামিতার ফসল। এ-কারণে তাঁরই গ্রন্থাবলী ও পুস্তিকা থেকে (বিশেষত এক নযরে ভারতীয় মুসলমান, জীবন বিধান, আরকানে আরবা'আ) এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হয়েছে। পরিশেষে ঐ সকল স্নেহভাজনদের শুকরিয়া আদায় করাও জরুরি যারা পর্যাপ্ত শ্রম ও একাগ্রতার সঙ্গে হযরত মাওলানার গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করেছেন এবং ফটোকপির সাহায্যে সেগুলোকে গ্রন্থের অবয়ব দান করেছেন। বিশেষভাবে স্নেহভাজন মৌলভী রিসালুদ্দীন নদভী, যিনি অনেক সহযোগিতা করেছেন এবং বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনা এবং চেষ্টা ও মেহনতের সঙ্গে এ কাজ করেছেন। একই সঙ্গে স্নেহভাজন মৌলভী ওসী সুলায়মান নদভীও শুকরিয়ার হকদার, যিনি প্রথম জনকে মূল্যবান সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া স্নেহভাজন মৌলভী শাহেদ নদভীর শুকরিয়াও জরুরি, যিনি বেশ মেহনতের সঙ্গে সাগ্রহে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির প্রুফরিডিং করেছেন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন এই কাজকে কবুল করে নেন এবং তাকে ইসলামের পরিচায়ন ও সংজ্ঞায়নের ওসীলা বানিয়ে হেদায়েতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেন। আর তা আল্লাহর জন্য কঠিন কিছু নয়।

وَّ مَا ذٰلِکَ عَلَی اللّٰہِ بِعَزِیْزٍ

আবদুল্লাহ হাসানী নদভী (রহ.)

ভূমিকা

সকল ব্যাপ্তি ও প্রশস্তি সত্ত্বেও পৃথিবী যেন আজ এক অভিন্ন গৃহে পরিণত হয়েছে। এর বাসিন্দারা যদিও বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠী এবং দল ও শ্রেণির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু তারা সকলে যেন এক গৃহের বাসিন্দা। এ কারণে শান্তশিষ্ট জীবনের মূলনীতি সহাবস্থানের জন্য এবং বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়, দল ও গোষ্ঠী এবং বসতির নানা অংশ ও উপাদানের পারস্পরিক ঐক্য, আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য জরুরি হল প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের রুচি ও স্বভাব, তাদের ধর্মবিশ্বাস ও রীতি-নীতি সম্পর্কে অবহিত হবে এবং সেগুলোকে মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু এটা কী বিরাট আফসোসের কথা যে এক ঘরের বাসিন্দা, এক অঞ্চলের অধিবাসী, একত্রে হাটে-বাজারে যাতায়াতকারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে একত্রে উঠা-বসাকারী, বাস-ট্রেন ও বিমানে একত্রে সফরকারী এবং যাদের একে অন্যের সঙ্গে সহজে পরিচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে তারা পরস্পরের ধর্ম, অর্চনা-উপাসনা, ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে প্রায় এমন দূরত্ব ও অপরিচয় রাখে যেমনটি প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিল। এটা ছিল সে সময়ের কথা, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের একে অন্য সম্পর্কে অবগতিই ছিল না, এবং একে অন্যকে জানা ও শোনার জন্য এমন সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেত না।

প্রায় সহস্র বছর যাবৎ ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান একত্রে বসবাস করে আসছে। শহরে-মফস্বলে, গ্রামেগঞ্জে সর্বত্র তাদের মিশ্র বসতি ও অভিন্ন আবাদি রয়েছে। বহুকাল পূর্ব থেকে হাটে-বাজারে, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে এবং প্রায় শত বৎসর যাবৎ রাজনৈতিক আন্দোলনে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে, রেলস্টেশনে, ডাকঘরে এমনকি বিভিন্ন যানবাহনে তাদের একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশার এবং একে অন্যকে চেনা-জানার সহজ সুযোগ বিদ্যমান। কিন্তু এটা পৃথিবীর বিস্ময়কর ঘটনা এবং এক প্রকার দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, যে এদের একে অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাস, সভ্যতা সামাজিকতা পথ-পন্থা এবং সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রায় এমন গুরুতর দূরত্ব ও অপরিচয় রয়েছে যেমন প্রাচীনকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্ন দুটি দেশের

বাসিন্দাদের মাঝে পাওয়া যেত। এক সম্প্রদায়ের অবগতি অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে অসম্পূর্ণ, ভাসাভাসা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান ও শ্রুতি নির্ভর। প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে গুরুতর ভুল ধারণার শিকার, কখনোবা বিদ্বেষমূলক সাহিত্য, রাজনৈতিক অপপ্রচার, বিষাক্ত ও জীর্ণ ইতিহাস, পাঠ্যগ্রন্থ, অসত্য কল্পকাহিনীর উপর নির্ভর করে নিজেদের মন মস্তিষ্কে তার এক ভুল ও অপ্রিয় অবয়ব স্থির করে রেখেছে। এক সম্প্রদায় যারা সাম্প্রদায়িক নয়, পবিত্রমন ও সরলস্বভাব অনুসারীদের যদি অন্য সম্প্রদায়ের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস, রীতিপ্রথা এবং সামাজিকতার মূলনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে হয় তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করবে, অথবা এমন উত্তর দিবে যা শুনে একজন অবগত ব্যক্তি হাসবে। অধম সঙ্কলককে অনেক সফর করতে হয় এবং ট্রেনে ও বাসে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়। বারবার আমার সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হাসি-আনন্দের বিষয় নয়, এটা হল বেদনা ও কান্নার ক্ষেত্র। শত শত বছর যাবৎ একত্রে বসবাস করার পরও আমরা একে অন্য সম্পর্কে অনবহিত। এর দায় একক কোনো গোষ্ঠীর নয়, এ দায় আমাদের সকলের। বিশেষত ধার্মিক ও সমাজসেবক শ্রেণির, প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও মানব প্রেমিকদের। কেননা তারা কখনও একে অন্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের দায়িত্বপূর্ণ চেষ্টা করেন নি, অথবা করেছেন, কিন্তু তা অপর্যাপ্ত। সভ্য সমাজে আজ এই মূলনীতি সর্বস্বীকৃত যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আস্থা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তির সঙ্গে বসবাস এবং মহৎ কল্যাণকর উদ্দেশ্যে একে অন্যকে সহযোগিতা এবং কাজে সম্মিলিতভাবে অংশ গ্রহণের জন্য একে অন্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবগত হওয়া জরুরি। মিশ্রবসতির প্রত্যেক শ্রেণি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জানা উচিত অন্য শ্রেণি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় কী কী মূলনীতিতে বিশ্বাসী, নিজেদেরকে কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন এবং কোন্ কোন্ নিয়মকে নিজেদের জন্য জরুরি মনে করে, তাদের সভ্যতা ও সামাজিকতার বৈশিষ্ট্য কী? জীবনের কোন্ কোন্ মূল্যবোধ তাদের কাছে প্রিয়। তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি এবং আস্থাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার জন্য কোন্ কোন্ বস্তু প্রয়োজন। কোন্ কোন্ ধর্ম বিশ্বাস ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য তার কাছে জীবনের চেয়ে প্রিয় এবং সন্তান-সন্ততি থেকে প্রিয়তর। তাদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে, তাদের সঙ্গে হাসি-আনন্দে সময় অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ আবেগ অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা উচিত, পারস্পরিক সহাবস্থানের জন্য যা শান্ত ও শিষ্ট জীবনের

সর্বস্বীকৃত মূলনীতি, আর তার সর্ব প্রথম শর্ত হল প্রয়োজনীয় অবগতি অর্জিত হওয়া। এই সামাজিক অবস্থার ক্ষতি হিন্দু মুসলমান উভয়ের সমান এবং পরিণতিতে যে ক্ষতি ভারতবর্ষকে বরং চূড়ান্ত পথে মানবতাকে আঘাত করেছে। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে বড় বড় বাধা, হৃদয়সমূহে তিক্ততা এবং মস্তিষ্কে সংশয়-সন্দেহ বিদ্যমান।

ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সঙ্গে থাকা, আনন্দ-বিনোদন করা, জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করা, একে অন্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করা এবং একে অন্যের সভ্যতা ও ধর্মাদর্শকে সম্মান করার সম্পদ থেকে– যা জীবনের শোভা সৌন্দর্য এবং আল্লাহর এক নিআমাত– সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত, আর তারই ফল হল যে, কতক গোষ্ঠী। আর এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা ও ভীতি নেই যে বিশেষভাবে মুসলমানদের যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য নিজেদের স্বচ্ছতা ও আত্মরক্ষায় ব্যয়িত হচ্ছে।

আর যত দূর পর্যন্ত মুসলমানদের অতীত এবং অতীত ইতিহাসের প্রশ্ন এবং এ বিষয় যে মুসলমানগণ দেশের বিনির্মাণ, সমৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশকে সুসংহত করণে কী ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, কবিতা, সাহিত্য এবং বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে কী সংযোজন করেছেন, কী স্মৃতিস্মারক রেখে গেছেন– এসব বিষয়ে লেখকগণ ভালো ভালো গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন এবং বর্তমান লেখকের সঙ্কলন 'ভারতীয় মুসলমান' কয়েক বছর পূর্বেই আরবী, উর্দু ও ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এটা এক ঐতিহাসিক বিষয় এবং তা বিশেষভাবে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

একইভাবে এমন একটি কিতাবেরও প্রয়োজন ছিল যেখানে ভারতবর্ষের মুসলমান 'যা এবং যেমন' তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মুসলমানের কেমন হওয়া উচিত এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত 'অবয়ব-আকৃতিতে' তাদের স্বদেশীদের সামনে উপস্থাপন করা, কোনো বর্ণনা কিংবা কল্পনার রঙ আরোপ না করে, অতিশায়ন কিংবা অনুদারতা ও বে-ইনসাফির আশ্রয় না নিয়ে– এই উদ্দেশ্যে বর্তমান সঙ্কলক "এক নযরে ভারতীয় মুসলমান" গ্রন্থখানি প্রস্তুত করেন, যা কয়েক বছর হল উর্দু, হিন্দি এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল, যা হবে সংক্ষিপ্ত কলেবরের। কেননা বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থ অধ্যয়ন অনেক মুসলমান এবং অমুসলমান ভাইয়ের জন্য কঠিন। আর সেই সংক্ষিপ্ত কলেবরের গ্রন্থটি এমন হবে, যেখানে ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এবং তার সুসংক্ষিপ্ত পরিচিতি এসে

গেছে। আনন্দের কথা হল, স্নেহভাজন মৌলভী সায়্যিদ আবদুল্লাহ হাসানী নদভী– যিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক এবং ঐ গুণী পিতা ও সাহিত্যিকের পুত্র যার আরবী লেখা এবং বিভিন্ন আরবী প্রবন্ধ, আরব সাহিত্যিক ও লেখকরাও পাঠ করে প্রভাবিত ও অশ্রুসিক্ত হতেন– এই বরকতপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা সকল দল ও গোষ্ঠী, শিক্ষিত শ্রেণি এবং ইনসাফপ্রিয়দের জন্য উপকারী ও বরকতপূর্ণ।

বর্তমান সঙ্কলকের রচিত যা ‘এক নযরে ভারতীয় মুসলমান’ নামে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় কর্তব্য এবং সামাজিকতা ও সভ্যতার মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয় সামনে রেখেই এই কিতাব বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং তিনি নিজে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং জ্ঞানগত ও ঐতিহাসিক মহিমা সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মতত্ত্ব এবং একাধিক মৌলিক গ্রন্থের পাঠদান করে থাকেন। উপরন্তু পারিবারিকভাবে তিনি এক বিশাল ব্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য সংস্কৃতি (culture) এবং জ্ঞানভাণ্ডারের বাহক ও উত্তরসূরী।

এসব কারণে বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থ সর্বদিক থেকে উপকারি, গুরুত্বপূর্ণ, প্রামাণ্য ও সর্বমান্য।

– আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের মর্ম ও পরিধি..১৫
ইসলামে আকীদার গুরুত্ব..১৭
মৌলিক ইসলামি আকীদাসমূহ..১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত..২০
নামায ঃ ইসলামের প্রথম রোকন..২০
সালাত হল আত্মিক খোরাক..২১
সালাত কীভাবে পড়া উচিত..২২
আযান হল সালাতের ঘোষণা এবং ইসলামের আহ্বান..২৩
সালাতের পূর্বে ওযু..২৫
মসজিদে মুসলমানের আমল ও তরীকা..২৬
নামাজের সুসমাপ্তি..৩১
মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থায় মসজিদের গুরুত্ব ও কেন্দ্রিয়তা..৩১
জুমা হল সাপ্তাহিক উৎসব..৩২
জুমার মরতবা ও বৈশিষ্ট্যাবলী..৩৩
একটি আরবী খুৎবার নমুনা অনুবাদ..৩৪
ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ যাকাত..৩৮
ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব এবং শরয়ী অবস্থান..৩৮
মানুষের দিকে ধনসম্পদের সম্পৃক্ততার রহস্য
এবং তার উপকারিতা..৪০
যাকাতের জন্য প্রয়োজন বিশেষ এক সার্বজনীন বিধান..৪১
যাকাতের ক্ষেত্র এবং তার পরিমাণ নির্ধারণ..৪২
যাকাতের ক্ষেত্র..৪৩
যাকাতের হকদার..৪৪
উদ্বৃত্ত মালকে দান-সাদকা করতে উৎসাহ..৪৪

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য এবং সহমর্মিতার গুরুত্ব..........৪৫
ইসলামের তৃতীয় রোকন সাওম বা রোযা
সাওমের বিধান এবং সাওম সম্পর্কিত আয়াত......................৪৬
রোযা কী..৫০
সাওমের বৈশিষ্ট্য, ফযীলত ও আহকাম..............................৫০
রমযানকে কেন সাওমের সঙ্গে বিশিষ্ট করা হয়েছে.................৫১
ইবাদত-বন্দেগীর বিশ্ব-মৌসুম এবং নেকআমলের
সার্বজনীন উৎসব..৫২
সাহরী..৫৩
সাওমের মর্ম ও তাৎপর্য সংরক্ষণ.......................................৫৪
ইতিকাফ...৫৫
শবেকদর..৫৬
ঈদের চাঁদে রমযানের পরিসমাপ্তি......................................৫৭
হজ্জ..৫৮
কুরআনে হযরত ইবরাহীমের কাহিনী................................৫৮
হজ্জ হল ইবরাহিমী কীর্তি ও বৈশিষ্ট্যের স্মারক
এবং তাঁর শিক্ষা ও আহ্বানের নবায়ন................................৬৯
ইসলামী ও মানবীয় ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ............৭১
হজ্জের বিধান বিশেষ স্থান ও কালের সঙ্গে বিশিষ্ট..................৭৩

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের কতক ধর্মীয় ও গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য
মুসলমানদের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য...৭৫
উম্মতে মুসলিমার সম্বোধন..৭৫
ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক গুরুত্ব....................................৭৬
শরীয়তের বিধানে সংস্কার বা পরিবর্তনের
অধিকার নেই কারও..৭৭
দ্বিতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ পবিত্রতার বিশেষ ধারণা ও ব্যবস্থা......৭৭
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কুরআন-অনুগামী খাদ্য-ব্যবস্থাপনা.................৭৮
চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে
আত্মিক সম্পর্ক..৭৯

নবীর সঙ্গে মুসলমানদের অনন্য প্রেম ভালোবাসার দৃষ্টান্ত.........৭৯
খতমে নবুয়াতের আকীদা...৮০
সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলেবায়তের ভালোবাসা.................৮০
কুরআনের অবস্থান ও মর্যাদা..৮১
কুরআন কণ্ঠস্থকরণের রীতি...৮১
পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ সার্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন
ও তার লালন...৮২

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলমানদের উৎসব
দুই বড় উৎসব...৮৩
ঈদের ইসতিকবাল ও আমল...৮৪
ঈদের নামায..৮৪
ঈদুল আযহায় কুরবানির গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব.........................৮৫
উভয় উৎসব মুসলমানদের সার্বজনীন উৎসব........................৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমানদের সামাজিকতাঃ জন্ম থেকে বয়ঃপ্রাপ্তি..................৮৭
সন্তানের জন্ম এবং তার কানে আযান-ইকামাত....................৮৭
সন্তানের আকীকা এবং তার তরীকা..................................৮৭
শিশুর ইসলামী নাম..৮৮
বরকত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে নবী ও
সাহাবীদের নাম প্রাধান্য দেয়া...৮৮
পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার শিক্ষা.......................................৮৯
নামায শিক্ষা এবং তার প্রায়োগিক অনুশীলন........................৮৯
ইসলামী শিষ্টাচার এবং সামাজিকতার শিক্ষাদীক্ষা..................৯০
বয়ঃপ্রাপ্তি থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত.......................................৯০
নিকাহখানির রীতি ও তরীকা...৯১
নিকাহের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা এবং স্বামী-স্ত্রীর হক................৯১
একটি বক্তৃতার নমুনা...৯২
দাম্পত্যজীবন হল এক ইবাদত...৯৫

অনাগত কুদরতি মারহালা এবং মুসলমানদের বিশেষ পদ্ধতি.....৯৬
মৃত্যুর অনিবার্য স্তর এবং ইসলামের বিশেষ তরীকা................৯৭
মৃত্যুচিন্তা এবং তার প্রস্তুতি..৯৭
কাফন দাফনে সুন্নতের পাবন্দি..৯৮
জানাযার নামায..৯৮
জানাযা বহন এবং কবর পর্যন্ত সঙ্গ দেয়া.............................৯৯
কবরে রেখে মাটি দেয়ার তরীকা......................................৯৯
শোকার্ত পরিবারের জন্য নিকটাত্মীয়দের করণীয়..................১০০
ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা..১০০
ইবরাহিমী মুহাম্মদী সভ্যতা..১০১
ইবরাহিমী কৃষ্টির তিনটি বৈশিষ্ট্য.....................................১০২
মুসলমানের জীবনে আল্লাহর স্মরণ.................................১০২
দ্বিতীয় সার্বজনীন নিদর্শন একত্ববাদের বিশ্বাস......................১০৪
তৃতীয় প্রতীক আভিজাত্য ও মানবিক সাম্যের আকীদা...........১০৫
আংশিক ও শাখাগত বৈশিষ্ট্য..১০৫
ইসলামী সমাজে পেশা স্বতন্ত্র বা তুচ্ছ নয়..........................১০৬
বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ ভারতীয় মুসলমানদের
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য..১০৬
সালামের প্রচলন ও তার বিভিন্ন পন্থা...............................১০৬
ইসলামে ইলমের মাকাম অবস্থান....................................১০৭
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাস্ত্রের ব্যাপারে মুসলমানের অবস্থান................১০৯
ধর্মাদর্শ হল জীবনের তত্ত্বাবধায়ক....................................১০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বভাবের পরিমার্জন এবং আত্মার পরিশুদ্ধি
নবুওয়াতে মুহাম্মাদির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য..............................১১২
মানুষ গড়ার এক স্থায়ী কর্মশালা.....................................১১৩
আল্লাহ রাসূলের পূর্ণাঙ্গ ও হৃদয়ছোঁয়া বিবরণ.......................১১৫
এক নযরে তাঁর সুউচ্চ স্বভাব-চরিত্র................................১১৮
শামায়েলে নববী..১২২

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা..................................১২৮

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামে মানবতার অবস্থান ও মর্যাদা...............................১৩২
পার্থিব ব্যবস্থাপনার জন্য মানুষই উপযুক্ত...........................১৩৩
সফল স্থলবর্তী...১৩৩
ঐশী গুণাবলীর বহিপ্রকাশ.......................................১৩৪
পরস্পর বিরোধী দুটি ধারণা.......................................১৩৪
ঐক্য ও প্রেমের বার্তা...১৩৫
আওস খাযরাজের লড়াই...১৩৬
মানবতার উপহার
আল্লাহ মানবজাতির ব্যাপারে হতাশ নন............................১৩৮
যে ভগ্নহৃদয় সে প্রিয়তর..১৪০
আমরা রাত্রি জেগে ক্রন্দন করি যখন সারা জগত নিদ্রাচ্ছন্ন......১৪০
মানবতার মর্যাদা...১৪২